খ্রীষ্টীয় বৃদ্ধির তিনটি স্তর

একটি পর্যবেক্ষণ

সাদৃশ্য	শিশু	যুবক	পিতা
সাধারণ	পরিবারে শারীরীক বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আত্মিক বৃদ্ধি ঘটে থাকে । আমরা যে বিষয় গুলি জানিনা বা দেখিনি সেগুলির বিষয় প্রশিক্ষন দেবার জন্য আমরা যা জানি এবং দেখি সেগুলিকে যোহন উদাহরন হিসেবে ব্যবহার করেছেন। খ্রীষ্টিয় বৃদ্ধির প্রতিটি স্তরে বিশ্বাসী ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কে এবং সেবার দ্বারা তার আরাধনার জীবনের বৃদ্ধি ঘটাবে তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্ব গুলি আলাদা বিষয়কে নির্দেশ করবে। যদি ও এখানে আলেচনার ক্ষেত্রে পুংলিঙ্গকে ব্যবহার করা হয়েছে তবে বিশ্বাসের সত্যতার ক্ষেত্রে ভ্রাতা এবং ভগিনীদের জন্য এগুলি সমভাবে প্রজোয্য।		
বর্ণনা	নতুন বিশ্বাসী	যুবক বিশ্বাসী	পরিণত বিশ্বাসী
পরিস্থিতি	নতুন সন্তানটি কেবল মাত্র এখনি খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেছেন এবং ঈশ্বরের সাথে নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে	যুবকটি সঠিক ভাবেই অত্মিক পুষ্টি লাভ করেছে বা যত্ন পেয়েছে কিন্তু এখন তার জানা প্রয়োজন কি ভাবে সে নিজের বিশ্বাসে বৃদ্ধি লাভ করবে।	পিতার এখন দায়িত্ব হল অপরকে বিশ্বাসে নিয়ে আসা এবং তাদের পুষ্টি ও যত্ন সাধন করা।
মুখ্য প্রয়োজনীয়	সন্তানটি এখন ও ততোখানি মজবুত নয় এবং তার সুরক্ষার প্রয়োজন আছে বা যত্নের দরকার এবং সে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কে সন্দেহের আগমনে হোঁচট খেতে পারে।	যুবকরা অতি অবশ্য শিখবে কে কি ভাবে তারা তাদের বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা পরীক্ষার সময় বা পরীক্ষাকে অতিক্রম করবে।	একজন পিতার শেখার প্রয়োজন কিবাবে তিনি অপরের যত্ন শীলতা ও নিজ জীবনের বৃদ্ধির ভারসাম্য বজায় রাখবে ।
কেন্দ্রিভূত করা	ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক নবীন শিক্ষার্থী শিখতে শুরু করেছেন যে খ্রীষ্টীয় জীবনটি কি রুপ এবং কি ভাবে তা অতিবাহিত করতে হয়। তাদের নতুন বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে সত্যের উপরে প্রতিস্থিত।	পাপের সাথে যুদ্ধে যুব বিশ্বাসী তার বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা জগৎ, শয়তান এবং মানসিক প্রলোভনের উপর বিজয় লাভ করে ।	ঈশ্বরের মহিমার উদ্দেশ্যে জীবন ধারন পরিনত বিশ্বাসী ওনার গভীর এবং মজবুত বিশ্বাসের দ্বারা সেইভাল কাজ গুলি করে থাকেন, যে কাজের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর ওনাকে ডেকেছেন।
সুবিধা	নতুন বিশ্বাসী তার বৃদ্ধির বিষয় ও বিশ্বাসের বৃদ্ধির জন্য আনন্দ এবং উত্তেজনা লাভ করে থাকে। তার মধ্যে থাকে ঈশ্বরের বাক্যকে গভীর ভাবে সংগ্রথিত করে।	যুবক বিশ্বাসীটি প্রচুর বিশ্বাস সহকারে যাত্রা শুরু করে এবং মজবুত খ্রীষ্টভক্ত হওয়ার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে আগ্রহী হয়।	পিতা ঈশ্বরের কাজ গুলি দেখতে থাকেন এবং বুঝতে পারেন যে ঈশ্বরের বাক্য কি ভাবে কার্যশীল হয়। তিনি এমন স্থানে পৌছান যেখানে তার সেবা কার্য অনেক কে সহায়তা করতে পারে।
ঝুঁকি	নির্দেশনা এবং যত্নের অভাব নতুন বিশ্বসীর মধ্যে সন্দেহ এনাদেয় এবং তার বিশ্বাসে পঙ্গুত্ব দেখা দেয়। সে তার নিজের বিশ্বাসের বিষয়ে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক প্রশ্ন তোলে যে আমি যথেষ্ট ভালো বা উপযুক্ত নই।	উপযুক্ত তথ্যাবধানের অভাবে তারা তাদের ব্যর্থতার উপযুক্ত ব্যাখ্যা বা তা থেকে শিক্ষা গ্রহন করতে পারে না। এর পরিনতি হয় মাঝারি মাপের আত্মিক জীবন ঈশ্বরের বিষয় সন্দেহ এনে ভাবেন এটি কার্যকরী নয়।	পিতারা সর্বস্বময় ঈশ্বর নির্ভর অপেক্ষা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও সম্পদের ওপর অতি সহজে নির্ভরশীল হয়ে যান। ওনারা অত্যাদীক আত্মবিশ্বাসের পাপ, অতিব ধার্মীকতা, অহংকার এবং তীক্ষ্ণতাব মুখোমুখী হন।
প্রশিক্ষণ	বিশ্বাসে শিশু সন্তানটি শিখতে পারে যে ঈশ্বরের প্রেম কেবলমাত্র খ্রীষ্টপ্রকাশিত তা নয় কিন্তু ঈশ্বর সন্তান হিসেবে ঈশ্বর প্রদত্ত রক্ষনাবেক্ষন ঈশ্বর করে থাকেন।	যুবক বিশ্বাসীর বিশাস আমূল ভাবে বৃদ্ধি লাব করে যখন সে দেখে যে ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা ঈশ্বরের শক্তি তার জীবনে কার্যকরী হচ্ছে ।	পিতার বিশ্বাসের প্রয়োজন হল বিরামহীন ভাবে নুতন জীবনের বৃদ্ধি পাওয়া এবং চারপাশের লোকের আত্মিক রক্ষনাবেক্ষন ও একই সাথে সদাসর্বদা নিজ হৃদয়কে সুরক্ষিত রাখা।